ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত দুদক আইনের সংশোধনী পুনর্বিবেচনার দাবি

দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি রোধে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ বৃদ্ধিকল্পে দুদক-কে স্বাধীন ও কার্যকর করা বর্তমান সরকারের দ্বিতীয় অগ্রাধিকারভিত্তিক নির্বাচনী অঙ্গীকার। নির্বাচনের পর সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এই অঙ্গীকার অসংখ্যবার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে গণতন্ত্র, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, আইনের শাসন ও সর্বোপরি দুর্নীতি প্রতিরোধের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর আপোষহীন অবস্থান অনেক প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে।

নির্বাচনী অঙ্গীকারের বাস্তবায়নের সূচনা হিসেবে সরকার ইতোমধ্যে কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছে। যেমন: সংসদের প্রথম অধিবেশনে তথ্য অধিকার আইন পাশ হওয়া এবং উক্ত অধিবেশনে গঠিত হওয়া সংসদীয় কমিটিগুলো তুলনামূলকভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া 'হুইসেলব্লোয়ার প্রোটেকশন আইন' প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। সরকার জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যার অন্যতম উপাদান দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠাসহ অন্যসব সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি সুদৃঢ় করা। আমরা সরকারের এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

সম্প্রতি ২৬ এপ্রিল ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীপরিষদের সভায় **দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪** এর সংশোধনীর প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়েছে। সংশোধনীর ক্ষেত্রে যে প্রস্তাবগুলো চূড়ান্ত করা হয়েছে সেগুলো সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সেজন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তাঁর মন্ত্রীসভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, জাতীয় সংসদ এবং গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার জন্য নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা উপস্থাপন করছি :-

১। সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির অভিযোগের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতার যে বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে তা বাস্তবিক পক্ষে সরকারি কর্মকর্তাদের দুদকের এখতিয়ার বহির্ভুত করার সমতুল্য। একইসাথে এরূপ পদক্ষেপ হবে সংবিধানের মৌলিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি দুদকের কর্মপরিধির বাইরে নিয়ে যাওয়ায় প্রশাসন ও অন্য সকল সরকারি খাতে লাগামহীন দুর্নীতির প্রসার ঘটাবে। দুদক যদি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ অন্য সব শ্রেণী-পেশার নাগরিকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের ক্ষমতা রাখে, অন্যদিকে পূর্বানুমতি ছাড়া সরকারী কর্মকর্তাদের দুর্নীতির অভিযোগের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের ক্ষমতা হারায় তবে তা সকল নাগরিকের সমান অধিকারের মূলনীতি লঙ্ঘনের সমতুল্য হবে।

২। প্রস্তাব অনুযায়ী দুদক রাষ্ট্রপতির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। দুদকের স্বাধীনভাবে কাজ করার পাশাপাশি এর দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি অবশ্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তবে, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দুদকের দায়বদ্ধতা তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বা আইন পরিষদের নিকট এর এখতিয়ার অর্পণ করা হয়। আমরা প্রস্তাব করছি, দুদকের দায়বদ্ধতা জাতীয় সংসদের একটি বিশেষ কমিটিতে ন্যস্ত করা হোক যেখানে সংসদের প্রতিনিধিত্বকারী সব রাজনৈতিক দলের একজন করে সংসদ সদস্য থাকবেন যারা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে দুদককে জনগণের নিকট দায়বদ্ধ করবেন। এ কমিটির সদস্যগণকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিশ্বাসযোগ্যতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সততার জন্য সুপরিচিত হতে হবে।

৩। অপর যে বিষয়টি দুদকের ক্ষমতা খর্ব করবে তা হলো দুদকের নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত সংশোধনী। বর্তমান আইন অনুযায়ী দুদক সচিবের নিয়োগ কর্তা হচ্ছে কমিশন। সংশোধনী অনুযায়ী এ ক্ষমতা অর্পিত হবে সরকারের হাতে, যার অর্থ দুদকের কর্মব্যবস্থাপনা তথা সকল কার্যক্রমে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা যা কখনই দুদকের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে না। সচিব নিয়োগের ক্ষমতা দুদকের হাতেই থাকতে হবে।

৪। সংশোধনীতে আরো বলা হচ্ছে যে, মিথ্যা অভিযোগে দুর্নীতির মামলা করা হলে পাঁচ বছরের কারাদন্ড প্রযোজ্য হবে। প্রস্তাবটি আপাত দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত মনে হলেও এর ফলে দুর্নীতির অভিযোগে মামলা করার ক্ষেত্রে এটি একটি কঠিন প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে। দুদকের ক্ষেত্রে এরূপ বিশেষ বিধির প্রয়োজন নেই। প্রচলিত আইনেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রণীত মিথ্যা মামলাকারীর বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

৫। দুদককে উল্লিখিত সংশোধনীর মাধ্যমে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দেওয়ার পরিবর্তে একে পরিপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদান করতে হবে। একইসাথে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধন করে কমিশনকে তার নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ, সকল পর্যায়ের কর্মী নিয়োগ এবং বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয়ের পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে। দুদকের বাজেটকে সরকারের দায়যুক্ত তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে যেন কমিশন সরকারের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে এর বাজেট স্বাধীনভাবে ব্যয় করতে পারে। এক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে সংবিধিবদ্ধ অডিটের পাশাপাশি দক্ষ পেশাজীবিদের সমন্বয়ে দুদকে একটি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ অডিট ইউনিট গঠন করতে হবে যা সরাসরি চেয়ারম্যানের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

৬। কমিশনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সরকারের সম্ভাব্য একতরফা হস্তক্ষেপ প্রতিহত করার লক্ষ্যে দুদক আইন ২০০৪ এর ৩৬ নং অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে।

৭। দুদকের আইনী ক্ষমতাকে বিস্তৃত করতে হবে যেন সকল প্রকার আর্থিক অপরাধ, ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিদেশী কোম্পানী এবং বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সম্পর্কিত অপরাধকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৮। নিরপেক্ষ ও স্বনামধন্য নাগরিক যাদের বিশ্বাসযোগ্যতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সততা প্রশ্নাতীত তাদের সমন্বয়ে একটি নাগরিক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা যেতে পারে যা দুদককে উপদেশ ও তার কাজের মূল্যায়ণ করবে।

৯। দুদকের সকল কর্মচারীর জন্য নিজেদের সকল সম্পদ ও দায় এর হালনাগাদ বিবরণ নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইট ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রকাশ করার বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে।

১০। যেহেতু দুদকের অধিকাংশ কর্মচারী দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সময় থেকে বহাল আছেন, সেহেতু অবশ্যই স্বাধীন নিরীক্ষণের মাধ্যমে দুদকের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরায় যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে দুদকের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

১১। দুদক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা জীবনযাত্রার ব্যয় ও কাজের ঝুঁকির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ইতিবাচক প্রণোদনার পাশাপাশি অনিয়মের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

১২। দুদকের সকল কর্মীর জন্য একটি নৈতিক আচরণবিধি ও পরিচালনা ম্যানুয়াল প্রবর্তন ও প্রয়োগ করতে হবে।

১৩। প্রস্তাবিত সংশোধনীর ওপর সংসদে আলোচনা প্রক্রিয়া সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে ওয়েবসাইট ও গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জনমত যাচাই করতে হবে।

দুদকের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা সরকারের কাছে সর্বোচ্চ প্রাধিকার পাওয়ার কথা। দুদক সরকারের প্রতিপক্ষ নয় বরং স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে পরিচালিত হলে দুদক জনগণের কাছে সরকার প্রদত্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সহায়ক শক্তি হতে পারে। মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সংশোধনী প্রস্তাব শুধু সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকই নয়, বাংলাদেশে কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে অপ্রতিরোধ্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। এই অপরিণামদর্শী পথ থেকে সরকার সরে আসুক, আমরা এই জোর দাবী করছি।

...